GENEVA DECLARATION
ON ARMED VIOLENCE AND DEVELOPMENT

‘সশস্ত্র সংঘর্ষ উন্নয়নকে ব্যহত এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে।’

জাতিসংঘ মহাসচিবের **“Promoting Development through the Reduction and Prevention of Armed Violence” (A/64/228)** শীর্ষক প্রতিবেদন।

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা কমে এসেছে, তারপরেও সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে নিহতের সংখ্যা কমেনি। সশস্ত্র সংঘাতের কারণে প্রতি বছর ৭৪০,০০০ এর অধিক নর, নারী ও শিশুর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর সিংহভাগ (৪৯০,০০০)সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা আক্রান্ত নয় এমন দেশগুলোতে সংঘটিত হয়েছে।

সশস্ত্র সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যপক ও সুদূরপ্রসারি। শুধুমাত্র বিরোধহীন সশস্ত্র সংঘাত থেকে উৎপাদনশীলতার হিসেবে যে ক্ষতি হয় তার বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিশ্বব্যাপী এর পরিমাণ ১৬৩ বিলিয়ন ডলারে উত্তীর্ণ হতে পারে। সশস্ত্র সংঘাত হতে সৃষ্ট সহিংসতা, একটি দেশের অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধিকে প্রায় দুই শতাংশ হারে কমিয়ে দিতে পারে।

জনজীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও সশস্ত্র সংঘাতের অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। সশস্ত্র সংঘাতের ফলে মানুষ উচ্ছেদের শিকার হয়, সামাজিক পুঁজির ক্ষয় হয় ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়। পুনর্গঠন ও পুনর্মিলনে বিনিয়োগ সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সশস্ত্র সংঘাত জন-প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে, দুর্নীতি বৃদ্ধি করে এবং অরাজকতার জন্য সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

‘আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কর্তৃক এটি স্বীকৃত যে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিরোধ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বাস্তবায়নকে ব্যহত করে।’

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা

‘আমরা ২০১৫ সাল নাগাদ, বিশ্বে সশস্ত্র সংঘাত জনিত ক্ষয়-ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে এবং বিশ্বজুড়ে প্রকৃত মানব-নিরাপত্তা উন্নয়নে সচেষ্ট।’

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা

সশস্ত্র সংঘাত একদিকে যেমন আন্তঃদেশীয় অপরাধকে বৃদ্ধি করে, তেমনি অন্যদিকে মানব, মাদক ও অস্ত্র-পাচার সহ আন্তঃদেশীয় অপরাধ সশস্ত্র সংঘাতকে অব্যাহত রাখে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও জেন্ডার-কেন্দ্রিক সংঘর্ষের সাথে যুক্ত থাকলে, সশস্ত্র সংঘাত পারিবারিক ও গোষ্ঠী-সম্পর্কের গাঁথুনিকে দুর্বল করে ও জীবিত ব্যক্তির উপর সমগ্র জীবনের জন্য মানসিক ও শারীরিক ক্ষতের সৃষ্টি করে।

জাতিসংঘের মহাসচিব ও সাধারণ সম্মেলন, উন্নয়নের উপর সশস্ত্র সংঘাতের বিধ্বংসী প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সশস্ত্র সংঘাত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য আজকে এক চরম বাধা হিসেবে স্বীকৃত।

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা আলোকপাত করেছে কিভাবে অনুন্নয়ন ও সশস্ত্র সংঘাত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা কি?

সুইজারল্যান্ড ও UNDP ২০০৬ সালে কিছু দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের সংগঠনকে একটি মন্ত্রী-পদমর্যাদার সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার কিছু সুনির্দিষ্ট উপায় খোঁজা ও টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করা।

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা স্বীকার করে নিয়েছে যে, সশস্ত্র সংঘাত হোল একই সাথে অনুন্নয়নের কারণ ও ফলাফল, যা কিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য আজকে একটি বড় বাধা। এই ঘোষণা রাষ্ট্রসমূহকে ২০১৫ সালের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত পরিমাপণীয়ভাবে কমিয়ে আনার ও জন নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানায়।

১০০টিরও বেশী দেশ জেনেভা ঘোষণাকে অনুমোদন করেছে।

১৪টি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-যারা মূল দলের সদস্য-ও কিছু সংযুক্ত সংস্থা জেনেভা ঘোষণার বাস্তবয়নকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার কার্যক্রমকে-যা কিনা জাতীয় ও স্থানীয় বাস্তবতা ও চাহিদার জন্য স্পর্শকাতর-ত্বরান্বিত করার জন্য মূল দলটি একটি বাস্তবায়নযোগ্য কাঠামো তৈরি করেছে। এই কাঠামো নিম্নে উল্লেখকৃত তিনটি স্তম্ভকে ঘিরে করে কাজ করবে।

১। **স্বপক্ষতা, প্রচার ও সমন্বয়ঃ** এটি উন্নয়নের উপর সশস্ত্র সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়াবে।

২। **পরিমাপণীয়তা ও পর্যবেক্ষণঃ** এটি সশস্ত্র সংঘাতের পরিধি, মাত্রা, বন্টন, এবং উন্নয়নের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত ধারণার উন্নয়ন ঘটায়।

৩। **কার্যক্রমঃ** এটি সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করে আক্রান্ত দেশে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

মূল দলভুক্ত রাষ্ট্র

ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ফিনল্যান্ড, গুয়েতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মরক্কো, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ফিলিপাইনস, স্পেন, সুইজারল্যান্ড (সভাপতি), থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য।

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

UN Development Programme (UNDP)

Small Arms Survey Quaker UN Office (QUNO)

১। **স্বপক্ষতা, প্রচার ও সমন্বয়ঃ**

কিভাবে সশস্ত্র সংঘাত উন্নয়ন ও সাহায্যের কার্যকারিতাকে ব্যহত করে, সে সম্পর্কে অনেক দেশের সরকার ও উন্নয়ন দাতারা যথেষ্ট সচেতন নয়। সুতরাং, সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়নের মধ্যকার নেতিবাচক আন্তঃসম্পর্কের ব্যপারে সচেতনতা বাড়াবার জন্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠণ ও সুশীল সমাজের কাছে পৌঁছানো খুবই জরুরী।

উচ্চ পর্যায়ে এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করা একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট। বেশ কিছু অঞ্চল-ভিত্তিক সম্মেলন-যার ভেতর রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার জন্য গুয়েতেমালা (এপ্রিল ২০০৭), আফ্রিকার জন্য নাইরোবি (অক্টোবর ২০০৭), এশিয়া- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ব্যাংকক (মে ২০০৮), এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জন্য সারায়েভো সম্মেলন-আঞ্চলিক ঘোষণা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। ৮৫টি স্বাক্ষরকারী দেশের ও কয়েক ডজন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও NGO-দের অংশগ্রহণে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে জেনেভাতে, জেনেভা ঘোষণা সংক্রান্ত নিরীক্ষণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে নভেম্বর ২০০৮ সালে, মূলদলের সদস্য ও অন্যান্য সহযোগী কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত হিসেবে (A/RES/63/23) গৃহীত হয়েছে। এখানে জাতিসংঘের মহাসচিবকে সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে অন্য সদস্যরাষ্ট্রের মত জানতে চাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক, নভেম্বর ২০০৯ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব "Promoting Development through the Reduction and Prevention of Armed Violence" (A/64/228) এর উপর একটি প্রতিবেদন জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে পেশ করেন।

'The Global Burden of Armed Violence প্রতিবেদনটি, সশস্ত্র সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাব ভালভাবে বোঝার এবং একে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

মিচেলিন কেমি-রে, সুইস পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী

The Global Burden of Armed Violence'র সূচনা-বাণী

২। পরিমাপণীয়তা ও পর্যবেক্ষণঃ

একটি প্রামান্য-ভিত্তি স্থাপন করা জরুরী, যা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতার উপর সশস্ত্র সংঘাতের প্রভাব বুঝতে, এবং সশস্ত্র সংঘাত রোধ ও হ্রাসের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। কিভাবে ঝুঁকিসমূহ দূর করা যায়, নিরাপত্তামূলক উপকরণ বাড়ানো যায় ও সশস্ত্র সংঘাতের প্রভাবকে নির্মূল করা যায়-এ সংক্রান্ত তথ্য নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জেনেভা ঘোষণার মূল দল, সশস্ত্র সংঘাতের পরিধি, বন্টন ও প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য, একটি জেনেভা-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান-The Small Arms Survey কে দায়িত্ব দিয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বের অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে, নীতিমালা তৈরিতে ও বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘাতের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সংঘাতময় এলাকা চিহ্নিতকরণ, (বুরুন্ডী, গুয়েতেমালা ও তিমুর-লেসেতে) এবং *Global Burden of Armed Violence* শীর্ষক একটি প্রকাশনা।

২০০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়া *Global Burden of Armed Violence* প্রতিবেদনটি সশস্ত্র সংঘাতের প্রবণতা ও রীতির উপর বিস্তৃত, নির্ভরযোগ্য ও নতুন তথ্য প্রদান করেছিলো। এই প্রতিবেদন সশস্ত্র সংঘাতের বেশ কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশকের প্রতি আলোকপাত করেছিলো, যার মধ্যে রয়েছেঃ সংঘাত হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৃত্যু, সহিংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, সশস্ত্র সংঘাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ক্ষতি। এছাড়া, জেন্ডার, বিরোধ-পরবর্তী সংঘর্ষ, এবং উচ্ছেদ, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও অপহরণের মতো অন্যান্য সহিংসতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩। কার্যক্রমঃ

২০১৫ সাল নাগাদ সশস্ত্র সংঘাত পরিমাপণীয়ভাবে হ্রাস করার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিরোধ ও হ্রাস করার সমন্বিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূরক কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য আক্রান্ত রাষ্ট্রের ও সুশীল সমাজের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরী।

জেনেভা ঘোষণা কিছু বিশেষ নির্বাচিত দেশ ও সর্বোত্তম ব্যবস্থার উপর নজর প্রদান করে, যেখানে UNDP ও আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর সাহায্যে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উন্নয়ন করেছে ও তাতে নেতৃত্ব প্রদান করেছে।

জেনেভা ঘোষণা সচিবালয় একত্রিত হয়ে কাজ করছে OECD'র অন্তর্গত Development Assistance Committee (DAC) এর সাথে, যা কিনা সশস্ত্র সংঘাত রোধ ও হ্রাস করার উপায় সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

জেনেভা ঘোষণা ও এর কার্যক্রম প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুশীল সমাজ। Quaker UN Office (QUNO) সুশীল সমাজের সাথে সমন্বয় সাধনকে ও সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানকে সহায়তা করছে।